গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-স্বাপকম/চিশিজ-২/আইন ও বিধি-৩/(অংশ-২)/২০০৮/১৬২ তারিখঃ ২২-০৬-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ ।

বিষয় ঃ **বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্হাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ (সংশোধিত)।**

জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে পর্যাপ্ত চিকিৎসক এর অভাব রয়েছে। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার লক্ষ্যে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে মানসম্পন্ন চিকিৎসক তৈরী করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা জারী করা হলো।

২.০ অবকাঠামোগত শর্তাবলী:

২.১ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট/ফাউন্ডেশন/ লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে স্থাপন করা যাবে।

২.২ সর্বনিম্ন ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্হাপনের জন্য মেট্রোপলিটন সিটি এলাকায় কমপক্ষে কলেজের নামে ২ (দুই) একর জমিতে অথবা নিজস্ব জমিতে কলেজের একাডেমিক ভবনের জন্য ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বর্গফুট এবং হাসপাতাল ভবনের জন্য ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বর্গফুট এবং মেট্রোপলিটন সিটির বাহিরে (অন্যান্য এলাকায়) ৪ (চার) একর নির্মাণযোগ্য জমিতে অথবা নিজস্ব জমিতে উপরে বর্ণিত ব্যবহার উপযোগী ফ্লোরস্পেস থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট/ফাউন্ডেশন/কোম্পানীর অধীনে জমি কলেজের নামে পৃথকভাবে হস্তান্তরিত থাকতে হবে। প্রারম্ভে একাডেমিক ও হাসপাতাল মিলে সর্বনিম্ন মোট ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) বর্গফুট প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সহ ফ্লোর স্পেস থাকলে মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দেয়া যাবে। তবে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) বর্গফুট ফ্লোরস্পেস সহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে। অধিকতর আসনবিশিষ্ট কলেজ স্থাপন বা ইতোপূর্বে স্থাপিত কলেজের আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে ফ্লোরস্পেস ও অবকাঠামো বৃদ্ধি করতে হবে।

২.৩ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল শুধুমাত্র নির্ধারিত প্লট/জমিতেই স্থাপন করতে হবে। স্থায়ীভাবেত নয়ই সাময়িকভাবেও কোন ভাড়া বাড়ীতে কলেজ ও হাসপাতাল স্হাপনের অনুমতি দেয়া হবে না।

২.৪ কলেজের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে ১ (এক) কোটি টাকার স্থায়ী আমানত রাখতে হবে। কলেজ অনুমোদিত হলে স্থায়ী আমানতটি স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া এই অর্থ উত্তোলন বা ব্যয় করা যাবে না তবে গর্ভনিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে কলেজ কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র বছরান্তে প্রাপ্ত সুদ উত্তোলন করে কলেজের হিসাবে স্হানান্তর করতে পারবে। স্থায়ী আমানত এর অর্থ উত্তোলন বিষয়ে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে একটি প্রত্যয়ন পত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। স্থায়ী আমানতের বিপরীতে কোন ঋণ গ্রহণ করা যাবে না। কলেজ অনুমোদিত না হলে স্থায়ী আমানতটি কলেজ কর্তৃপক্ষ ভাঙ্গতে পারবে। কোন ব্যক্তির নামে কলেজ করতে হলে অতিরিক্ত ১ (এক) কোটি টাকার স্থায়ী আমানত কলেজের নামে একই নিয়মে রাখতে হবে যা উত্তোলনের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

২.৫ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার কমপক্ষে ২(দুই) বৎসর পূর্ব হতে প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোসহ নুন্যতম ২৫০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল (৭০% বেডঅকুপেন্সীসহ) চালু থাকতে হবে পরবর্তিতে চিকিৎসা শিক্ষার জন্যে একটি পূর্নাঙ্গ প্রশিক্ষণ হাসপাতালে রুপান্তর করা যায়। হাসপাতালে দরিদ্র জনগণের জন্য বিনা ভাড়ায় অন্ততঃ ১০% বেড সংরক্ষণসহ ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতে হবে। হাসপাতালে সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ সার্বক্ষনিক জরুরী চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম থাকতে হবে।

২.৬ একই ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সহ কলেজ একাডেমিক ভবন ও হাসপাতাল ভবন আলাদা থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই ২য় ক্যাম্পাসের ধারনা গ্রহণযোগ্য হবেনা। বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ছাত্র/ছাত্রীর আসন সংখ্যা অনুসারে হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা নুন্যতম ১ঃ৫ অর্থাৎ ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল থাকতে হবে।